দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 8 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

485

ঢাকা ভার্সিটিতে ফরেন স্টুডেন্ট সাপোর্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে

মামুন-অর-রশীদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফরেন স্টুডেন্ট সাপোর্ট সেন্টার গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ সেন্টারের মাধ্যমে ব্যাপকহারে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এ সেন্টারের মাধ্যমে ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। মাস তিনেক আগে দৈনিক জনকণ্ঠে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র ভর্তি কমে যাচ্ছে' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করে এবং বিপুলসংখ্যক বিদেশী ভাত্র ভর্তির জন্য এ মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসনের কমপক্ষে পাঁচ শতাংশ বিদেশী ছাত্র ভর্তি করা হবে। এতে প্রতিবছর কমপক্ষে দু' শ' বিদেশী ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে। যেসব জটিলতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র ভর্তি ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে সেগুলো দূর করা হবে বলে জানা গেছে। এ জটিলতাগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট প্রদান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জটিলতা নিরসন, বিদেশী দূতাবাসগুলোর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সম্পর্কোন্নয়ন করা ইত্যাদি। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশের এ্যাম্বাসেডরদের বিদেশী ছাত্র পাঠানোর আহ্বান জানাবে। তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হবে।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কয়েকটি টিম পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তুলে ধরবে এবং ছাত্রছাত্রী পাঠানোর আহ্বান জানাবে। বিদেশী ছাত্রদের জন্য বর্তমান ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলের সঙ্গে আরও একটি আধুনিক এবং বৃহৎ আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস নির্মাণ করার পরিকল্পনাও কর্তৃপক্ষের রয়েছে। বিদেশী ছাত্রদের কাছ থেকে অর্জিত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমের মানোন্নয়নে ব্যবহার করা হবে বলে জানা গেছে। এই সাথে বর্তমানে আবাসিক হলগুলোর সংস্কার ও আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে।

বিদেশী ছাত্র ভর্তি প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, 'একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে বিশ্বমানের ছাত্র হতে হবে। এ প্রক্রিয়ার সহায়তার জন্য বিভিন্ন দেশের কালচার এ্যান্ড হেরিটেইজ'র ক্ষেত্রে পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদানের জন্য যেমন এখানে বিদেশী ছাত্র ভর্তির পথ সুগম করা হচ্ছে তেমনি এই ভর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটিকেও আরও শক্তিশালী করতে কিছুটা হলেও সহায়তা করবে।' উপাচার্য আরও বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে দিতে অনেক স্বপ্নই আমার আছে। আমি চাই সকলের সহযোগিতা।'